

অনির্দিষ্ট কালের জন্য রাবি বন্ধ ঘোষণা

দ্রুত শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনুন

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। গত বছর আগস্টের ছাত্র বিক্ষোভের এক বছর না পেরোতেই আবারো অনিশ্চয়তার মুখে পড়লো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। আগস্টের ঘটনায় টানা ৬৬ দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। এবারের অনির্দিষ্ট বন্ধে সেশনজটের পাল্লা যে আরো ভারি হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

জানা গেছে, ভাড়া দেয়ার পরও বাসে সিট না পাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসীর মধ্যে সংঘর্ষের সূচনা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রার্থবর্তী বিনোদপুরবাসীর সঙ্গে ছাত্রদের এ সংঘর্ষ ১৯ আগস্ট রাত সাড়ে ৮টা থেকে শুরু হয়ে রাত দেড়টা পর্যন্ত চলতে থাকে। পরিস্থিতি বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরের দিন ক্লাস-পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে এবং শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেধে দেয়। অল্প সময়ে হলত্যাগের নির্দেশ পেয়ে বিপাকে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষার্থী। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে দুর্ভোগের শিকার হয় ছাত্রীরা। এ ধরনের পরিস্থিতিতে গন্তব্যে পৌছতে শিক্ষার্থীদের কী পরিমাণ দুর্ভোগ পোহাতে হয় তা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অজানা নয়। এরপরও এমন সিদ্ধান্ত দিতে তারা একটুও কাপুরুষ করেন না।

যে কোনো সংঘর্ষের ঘটনায় সমাধান না করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা এবং শিক্ষার্থীদের হলত্যাগের নির্দেশ দেয়া- এটা যেন এ দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো সমস্যা হলেই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেই যেন প্রশাসন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। সমস্যার সমাধানে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে ডড়িঘড়ি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত কতোটুকু যৌক্তিক হয়েছে তা আবার অবকাশ রয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসন যদি সমাধানে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতো তাহলে হয়তো বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করতে হতো না, শিক্ষার্থীদেরও এমন বিপাকে পড়তে হতো না, অনিশ্চিত হতো না শিক্ষা জীবন।

এমনিতেই দেশের প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ই কমবেশি সেশনজটের ঝোঁক নিয়ে চলছে। বর্তমানের অনির্ধারিত এ বন্ধ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বোঝাকে আরো বাড়িয়ে দেবে। স্বাভাবিক শিক্ষা জীবনের জন্য সেশনজট একটি বড় বাধা। সেশনজট শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। চাকরিতে ঢোকান ক্ষেত্রে বেশি বয়স তাদের জন্য বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অথচ উন্নত বিশ্বে ছাত্ররা ২০ থেকে ২২ বছরের মধ্যে পড়ালেখা শেষ করে চাকরি জীবনে ঢোকে, যা আমাদের দেশের তরুণদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এর মূল কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট। এ বিষয়টি সরকারের সর্বোচ্চ মনোযোগ থেকে দেখা জরুরি হয়ে পড়েছে। ছোটখাটো ঘটনায় সহজ সমাধানের পথে না গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের এমন আত্মঘাতী রীতি থেকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বেরিয়ে আসা উচিত। আমরা আশা করবো, সমস্যার সমাধান করে খুব দ্রুতই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হবে। শিক্ষার্থীদের পদচারণায় আবার মুখরিত হয়ে উঠবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ।